সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ভূমিকা ৭

প্রচারশিল্পী ও সি । রঘুনাথ গোস্বামী ১১

প্রচারশিল্পী মাখনলাল দত্তগুপ্ত । রঘুনাথ গোস্বামী ২১

প্রচারশিল্পী রনেনআয়ন দত্ত । রঘুনাথ গোস্বামী ২৮

প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য । রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ৩৫

বিদেশে রবীন্দ্রচিত্র প্রদর্শনী । মৈত্রেয়ী দেবী ৪৫

রামকিঙ্করের শিল্পকথা ও শিল্পসৃষ্টি । পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪

শশিকুমার হেশ । হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৭৮

শিল্পী ইন্দ্র দুগার । কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৮৬

শিল্পী সুনীলমাধব । কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৯৮

শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ । কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ১০৭

প্রকাশ-তথ্য ১২০

প্রচারশিল্পী ও সি

রঘুনাথ গোস্বামী

ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্পে ও সি গাঙ্গুলি একজন দিকপাল। ভবিষ্যত ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্পের যদি ইতিহাস লেখা হয় তবে যে স্বল্পকয়জন শিল্পীর নাম তালিকার প্রথম সারিতে থাকবে ও সি গাঙ্গুলি তাদের মধ্যে একজন।

ও সি গাঙ্গুলির সংসার-আশ্রমের নাম হল অরুণকুমার গাঙ্গুলি, কিন্তু বিজ্ঞাপনের জগতে তিনি ও সি নামেই প্রসিদ্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে আমরাও তাঁকে ও সি নামেই অভিহিত করব। আর একটা কথা এই সঙ্গে বলে নেওয়া দরকার। শিল্প সমালোচক ও সি গাঙ্গুলি এবং আমাদের আলোচ্য শিল্পী পৃথক ব্যক্তি। প্রথমোক্ত ব্যক্তি গুম্ফসমন্বিত, শেষোক্ত ব্যক্তি মুণ্ডিতগুম্ফ।

ছেলেবেলাটা কেটেছে আর পাঁচটা অতি সাধারণ ছেলের মতোই সারাদিন ধরে টৈ টৈ করে ঘুরে বেড়িয়ে আর ফুটবল খেলে। ছোটবেলায় যে সময়টা ছবি আঁকার করণ-কৌশল শিখলেই হয়তো তাঁকে বেশি মানাত সেই সময়টা তিনি ট্রামের চাকার তলায় ভাঙা শিশি বোতলের কাঁচ গুঁড়িয়ে তাই দিয়ে ঘুড়ির মাঞ্জা তৈরি করার নানা মোক্ষম মোক্ষম পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে আর প্রাণপণে ফুটবল খেলে কাটিয়েছেন। আর্টিস্ট হিসাবে পরিচিত হবার পরও তিনি মণীন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড ফাইনালে খেলেছেন।

বড় ভাই ভগবান গাঙ্গুলি ছবি আঁকতেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু যখন সন্ন্যাসী গণেন মহারাজের বাড়িতে থাকতেন সেই সময় বড় ভাই ভগবান গাঙ্গুলি নন্দলালের কাছে ছবি আঁকার তালিম নিতে যেতেন। সেই সূত্রে ও সি-ও যাতায়াত করতেন ভাই-এর সঙ্গে ফাউ হিসাবে। কিন্তু ছবি আঁকার ব্যাপারে তিনি খুব একটা কিছু বাহাদুরি দেখাতে পারতেন না। নন্দলালের মতো একজন মহাশিল্পীর সংস্পর্শ উত্তর জীবনে তাঁর শিল্পবোধ জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এছাড়া তিনি অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শেও এসেছিলেন এবং স্বল্পকয়দিন ছবিও এঁকেছিলেন তাঁর কাছে।

আর্টস্কুলে তাঁর জায়গা হয়নি। বড় ভাই ভগবান গাঙ্গুলি ও তিনি আর্টস্কুলে ভর্তি হতে যান এবং ভগবান গাঙ্গুলি প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ও সি ফেল করে চলে আসেন।

ফলে ভাল করে ছবি আঁকা শেখার সুযোগ তাঁর প্রথম জীবনে ঘটে ওঠেনি।

ও সি-র প্রথম চাকরিজীবন শুরু হয় ১৯৩৭ সালে। কলকাতার স্ট্রোনাক অ্যাডভার্টাইজিং-এ তিনি প্রথম চাকরি পান। কাজ হল ফরমায়েসমতো কাগজ কাটা এবং মক্কেলদের কাছে ডিজাইন পাঠানোর জন্য পোর্টফোলিও তৈরি করে দেওয়া। বেতন চল্লিশ টাকা। একমাস চাকরি করার পর সায়েব জানিয়ে দিল যে পরের মাস থেকে ও সি-র আর কষ্ট করে অফিসে আসার দরকার নেই। ও সি-র মতো লোক দিয়ে কোম্পানির কাজ চলবে না। সুতরাং তাঁর প্রথম চাকরির মেয়াদ একমাস।

১৯৩৯ সালে সমর দে (তখন স্ট্রোনাকের আর্ট ডিরেক্টর) আবার তদ্বির তদারক করে ও সি-কে স্ট্রোনাকে চাকরি দেন। কাজ হল একটি বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন অংশগুলি আঠা দিয়ে কাগজে সেঁটে বিজ্ঞাপনের চেহারায় দাঁড় করানো, অর্থাৎ কমার্শিয়াল আর্টের পরিভাষায় যাকে বলে অ্যাসেমব্লিং। কিন্তু এবারও ও সি-র বেশি দিন চাকরি করা ঘটে উঠল না। ১৯৪১ সালে যুদ্ধের বাজারে স্ট্রোনাক কোম্পানি দরজায় তালা দিল। স্ট্রোনাক অ্যাডভার্টাইজিং-এর টেবিল চেয়ার নিলামে কিনে নিয়ে সার্ভিস অ্যাডভার্টাইজিং নামে একটি এজেন্সি খোলেন। তাঁরা ও সি-কে ওখানে নিয়ে যান। সেই সময় আর্ট-ইন-ইন্ডাস্ট্রির প্রদর্শনীতে ও সি-র করা একটি মলাটের ডিজাইন দেখে স্বনামধন্য শিল্পী অন্নদা মুন্সী মহাশয় প্রীত হন এবং ও সি-কে ডি জে কিমারে আনবার জন্য তৎকালীন ম্যানেজার পিটার ব্রুমকে অনুরোধ করেন। সার্ভিস অ্যাডভার্টাইজিং-এ

মাত্র একদিন চাকরি করার পর তিনি ডি জে কিমারে চাকরি পান।

ডি জে কিমারের স্টুডিয়ো বিভাগে অন্নদা মুন্সী তখন মধ্যমণি। তাঁর খ্যাতির সূর্য তখন মধ্য গগনে। ও সি-র কিমারে এসে বড় লাভ হল—অন্নদা মুন্সীর সাহচর্য পাওয়া। ও সি-র জীবনে এর মধ্যেই কয়েকবার চাকরি বদল হল বটে কিন্তু খুব একটা কিছু পদোন্নতি হল না। কিমারে এসে তাঁর কাজ হল কিছু কিছু লে-আউট ফিনিশ করা এবং অ্যাসেমব্লিং। বেতন সাকুল্যে ষাট টাকা। সারাদিন ধরে কাঁচি দিয়ে কাটাকুটি আর আঠা দিয়ে জোড়াজুড়ি এবং অপরের কাজে কালি বুলনো। দীর্ঘদিন ধরে একটানা এই নীরস বুদ্ধিহীন কাজ করে করে ও সি-র মনে একধরনের হীনমন্যতা জন্মে গিয়েছিল। তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে আজীবন তাঁকে হয়তো এই কাজই করে যেতে হবে।

১৯৪৫ সাল ও সি-র জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৎসর। ঐ বছর বিখ্যাত শিল্পী সত্যজিৎ রায় (পরে চিত্রপরিচালক হিসাবে খ্যাত) কিমারে যোগদান করেন। নীরস কাজের চাপে শুষ্ক ও অবসন্ন ও সি-র মন একটি সমবয়স্ক সৃজনধর্মী টগবগে তাজা মনের সাহচর্য পেয়ে বেঁচে গেল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিল্প সম্বন্ধে নানা আলোচনা, ভাবের আদান-প্রদান ও গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে ও সি ও সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে একটি অকৃত্রিম সখ্য গড়ে ওঠে। আজ দুজনের সৃষ্টিক্ষেত্র ভিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুরাতন সখ্য অটুট আছে।

ডি জে কিমারে থাকার সময়ই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে ও সি-র প্রতিভা ক্রমশ বিকাশ লাভ করে। কিমারে চাকরি করার সময়ই তিনি তাঁর বেশিরভাগ বিখ্যাত বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেনগুলি রচনা করেছেন। ও সি-র জীবনে কিমারে চাকরি করার কয় বছর নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল।

বিজ্ঞাপনশিল্পী হিসাবে ও সি-র সার্থকতা বহুমুখী। ক্রিকেট খেলার জগতে অলরাউন্ডার অর্থাৎ চৌকস খেলোয়াড় বলে যে একটা কথা আছে সেটা যদি কমার্শিয়াল আর্টের জগতে ব্যবহার করতে পারা যায় তাহলে ও সি গাঙ্গুলি একমাত্র শিল্পী যাকে বলা যেতে পারে চৌকস কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা বলা যাক। একটি পণ্যদ্রব্যকে পোস্টার, খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রপত্রিকা, সিনেমা স্লাইড, প্রচারপুস্তিকা, উইন্ডো ডিসপ্লে, হোর্ডিং প্রভৃতি নানা মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত করা যেতে পারে। মাধ্যমের প্রকারভেদ ছাড়াও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পরিকল্পনা, আইডিয়া, হরফ-লেটারিং, ছবি, ইলাস্ট্রেশন প্রভৃতি অনেক কিছুর সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞাপন রচিত হয়। প্রত্যেকটি অংশ ঐ ব্যাপারের স্পেশালাইজড্ শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়। বিজ্ঞাপনের সব রকমের মাধ্যমে এবং একটি বিজ্ঞাপন রচনায় যত রকমের স্পেশালাইজড্ কাজ থাকতে পারে অর্থাৎ খসড়া পরিকল্পনা থেকে শুরু করে হরফ রচনা পর্যন্ত সব রকম কাজেই ও সি অসাধারণ দক্ষ এবং সিদ্ধহস্ত। এতখানি হওয়া একদিনের কাজ নয়। প্রতিভার সঙ্গে নিরন্তর অনুশীলন এবং কঠোর শ্রমশীলতা তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে এমন একটা সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে যার ফলে একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্পের ক্ষেত্রে ও সি গাঙ্গুলি অদ্বিতীয়। কিন্তু তবুও এটা হল তাঁর প্রতিভার কারিগরি দিক। এ ছাড়া বিজ্ঞাপনশিল্পে শিল্পী হিসাবে তাঁর একটি মহত্তর ভূমিকা আছে।

এ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে ও সি-র শিল্পীমনের বিবর্তন সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। বিজ্ঞাপনশিল্পী হিসাবে ও সি-র কাজের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট পর্যায় দেখা যায়। প্রথম দিকে ওসি-র কাজের মধ্যে বেশি মাত্রায় বিদেশি ছাপটা প্রকট ছিল। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি বিজ্ঞাপন শিল্পের ধারায় কাজ করতে করতে ও সি ক্রমশ অনুভব করেন যে বিজ্ঞাপনের কাজে বিদেশি বিজ্ঞাপনগুলিকে